

// পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক >

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ২০১৭ গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এতে পারমাণবিক কল্যাণকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণায় আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে টেকসই ও উৎপাদনশীল কৃষিব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় বিধান রাখা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে বিলটি পাসের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা কঠোরভাবে পাস হয়। এর আগে ৩১ জানুয়ারি এ বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল।

গতকাল স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে বিলটি নিয়ে আলোচনাকালে জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন বিরোধীদলীয় সদস্য মো. ফখরুল ইমাম। কিন্তু সেই প্রস্তাব কঠোরভাবে নাকচ হয়ে যায়। প্রস্তাবিত আইনে বিদ্যমান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার অ্যাগ্রিকালচার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ রহিত করা হয়েছে। তবে ওই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আগের বিধি-বিধান বহাল রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আইনে ইনস্টিটিউটের কার্যালয়, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি, কাউন্সিলের নির্দেশনা, প্রতিপালনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের বিধান রাখা হয়েছে।

নতুন আইনে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কৃষিমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৬ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি উপদেষ্টা পরিষদের সভা ও কার্যাবলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান উল্লেখ করা হয়েছে এই আইনে। এ ছাড়া ১১ সদস্যের ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বোর্ডের কার্যাবলি, সভা, মহাপরিচালক নিয়োগ, পরিচালক নিয়োগ, কর্মচারী নিয়োগ, তহবিল, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা, চুক্তি সম্পাদন, কমিটি গঠন, বিধি-প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল বিল উত্থাপন : বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো যুগোপযোগী করতে জাতীয় সংসদে 'বেসামরিক বিমান চলাচল বিল-২০১৭' উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিলে অবৈধভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত বছর ও সর্বনিম্ন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম দুই কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া নীতিমালা না মেনে বিমান চলাচলে কমপক্ষে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু সংসদ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপনে আপত্তি জানান বিরোধীদলীয় সদস্য মো. ফখরুল ইমাম। কিন্তু তাঁর আপত্তি কঠোরভাবে নাকচ হয়ে যায়। বিলটি উত্থাপনের পর তা অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে কমিটিকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ব্যানবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
১০৩৭ পরিদপ্তর/বিভাগ	
১০৩৭ ডি.এল.পি বিভাগ	
১০৩৭ সিস্টেম এনালিস্ট	
১০৩৭ সিস্টেম ম্যানেজার	
১০৩৭ সেনিক কর্মকর্তা	
১০৩৭ পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	